ভারতীয় জনতা পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ
Phone : (033) 2241-7086
(033) 2241-0281
Fax : (033) 2241-7460
E-mail : paschim.banga@bjp.org
wbbjpoffice@gmail.com
ভারতীয় জনতা পার্টি, প০ বং০
Bharatiya Janata Party, W.B.

০৪/০৫/২০২০

শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জি
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয়: আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে করোনার যে প্রভাব পড়ছে, তার মোকাবিলায় আবশ্যিক পদক্ষেপ

করোনা মহামারী আমাদের দেশ এবং আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গকে এক কঠিন পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশে লকডাউন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং তার ফলে করোনা সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে (এখনও পর্যন্ত)। তবে, সময়োপযোগী এবং যথাযথ ব্যবস্থা যদি না নেওয়া যায়, তাহলে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে, আর তার বিরূপ প্রভাব বাংলার মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপরে পড়বে। সেজন্য আমাদের রাজ্যে লকডাউন বিধি শিথিল করতে সুসংহত এবং সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন অবিলম্বে।

এই উদ্দেশ্যে, ২০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রচারাভিযান শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ যাতে করোনা সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারে, তার জন্যই বাংলার মানুষের সহায়তায় একটি রোডম্যাপ তৈরি করা এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য। এর ফলে নির্দিষ্ট কিছু সমাধানও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এই চিঠির মাধ্যমে বাংলার জনগণের তরফে আসা সামাধানের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। করোনা সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য বাংলার মানুষের দেওয়া মতামত ও সমাধান নিয়ে আমরা আগামী দিনে সুস্থ পশ্চিমবঙ্গের জন্য আরও কতোগুলি চিঠি প্রকাশ করবো।

প্রাথমিক পর্যায়ের মতামত ও সমাধান:

ক. পশ্চিমবঙ্গে পিএম কিষাণ ও আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু করে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে অন্তত পক্ষে ৩১৩১ কোটি টাকা বাঁচানো এবং সেই অর্থ করোনা সঙ্কট মোকাবিলায় খরচ

এই সময় প্রতিটি নয়া পয়সা রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যয় হওয়া আবশ্যিক। কোভিড-১৯ প্যানডেমিক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইতে যাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে অর্থব্যয় হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক লকডাউন পরিস্থিতির জেরে রাজ্যের কাঁধে আর্থিক বোঝা বেড়েছে। এই আর্থিক বোঝা যতোটা সম্ভব কমানো দরকার। তার জন্য আমাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাকে বেশি করে কাজে লাগাতে হবে, বন্দোবস্ত করতে হবে অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্যের।

এজন্য রাজ্য সরকারের নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত:

- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি চালু করা:
    - কৃষক বন্ধু প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক সহায়তা খাতে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২৭১৪ কোটি টাকা বাঁচানো

- পিএম কিষাণ নিধি বাংলায় চালু হলে ৪২০০ কোটি টাকা আসবে এবং রাজ্যের ৭০ লক্ষেরও বেশি কৃষক ও চাষি ভাইরা তার সুবিধা নিতে পারবেন
- আয়ুষ্মান ভারত যোজনা চালু করা:
  - রাজ্যে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প খাতে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৪১৭.৬ কোটি টাকা বাঁচানো
  - রাজ্য সরকারের কাঁধে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা না চাপিয়ে দরিদ্র মানুষকে করোনা চিকিৎসায় বিনামূল্যের আর্থিক সাহায্য প্রদান
  - বাংলা থেকে ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরাও সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা
- রাজ্যের ওপর থেকে আর্থিক বোঝা আরও কমাতে পিএম ফসল বীমা যোজনা বাংলায় চালু করা

খ. ১০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গরিব মানুষের ঘরে ঘরে রেশন পৌঁছে দেওয়া

আপনার কাছে অনুরোধ, সঙ্কটের এই সময়ে দুস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণ, যত্ন এবং সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করাই রাজ্যের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। খবরের শিরোনামে বারবার যে ঘটনাগুলি উঠে আসছে, তা হলো – রাজ্যে দরিদ্র ও অসহায় মানুষরা আর্থিক সঙ্কটে ভুগছেন, নেই সামাজিক নিরাপত্তা। শিল্পব্যবস্থা থমকে যাওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ দুর্ভোগের শিকার। শহরের বস্তি অঞ্চল এবং প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সুবিধাটাও পাচ্ছেন না তাঁরা।

দরিদ্র পরিবারগুলির সাহায্যার্থে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে হবে:

- আগামী তিন মাস দরিদ্র পরিবার পিছু ১০০০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান
- আগামী ছ'মাস যথা সময়ে বিনা খরচে ঘরে ঘরে রেশন পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা
- কর্মসংস্থান হারানোর ফলে গৃহহীন হওয়া শহরাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য বিনামূল্যে আশ্রয়ের
  বন্দোবস্ত করা
- গ্রামীণ এলাকায় মনরেগা প্রকল্পের মাধ্যমে বুনিয়াদি পরিকাঠামোর উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা, যাতে
  পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি হয়

আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, কাজের জন্য ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসে বসবাস করা মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করুন। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের দেখভাল করা যেমন আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, এই অসহায় মানুষগুলির কল্যাণের বিষয়টি খেয়াল রাখাও ঠিক ততোটাই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

গ. সঙ্কটের এই সময়ে এমএসপি অর্থাৎ ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের ওপর বোনাস, ১০০% ক্রয় এবং ক্ষতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে কৃষক ও চাষি ভাইদের সহায়তা করা

কৃষকরা বাংলার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।এখন যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সময়, তাই অবিলম্বে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। পিএম কিষাণ স্কিম চালু করে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলিতে নিতে হবে:

- গম এবং ধানের মতো প্রধান খাদ্যশস্যের এমএসপি'তে বোনাস দেওয়া
- বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিথিলতা আনা এবং বর্তমান ফসল কাটাইয়ের মরশুমে ক্রয়ের সময়সীমা বাড়ানো ও যথাযথ দরে সমস্ত খাদ্যশস্য ১০০% ক্রয়ের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা

- লকডাউনের ফলে চা উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও ব্যক্তিরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁদের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান
- ফসল কাটাইকে মনরেগা প্রকল্পের আওতায় আনার ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করা, যাতে চাষিরা তাঁদের নিজের ফসল কাটাই করতে পারেন

ঘ. স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের খেয়াল রাখা - বেতন দ্বিগুন করা, উপযুক্ত বীমার বন্দোবস্ত এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষাকবচ প্রদান

করোনা প্যানডেমিক সংক্রমণের বিরুদ্ধে চিকিৎসক, নার্স এবং এএনএম/আশা কর্মীরা নিরলসভাবে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াই করে চলেছেন, ফলে রাজ্যের তরফে তাঁদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া এবং কুর্ণিশ জানানো অবশ্য প্রয়োজনীয়।
তাঁদের সাহস এবং আত্মত্যাগকে সম্মান জানানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন:

- মেডিকেল, নার্সিং এবং আশা/এএনএম কর্মীসহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের আগামী ছ'মাস দ্বিগুন সাম্মানিক এবং বেতন প্রদান
- এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করোনা সঙ্কটের এই সময়ে তাঁরা কেন্দ্র সরকার তরফে দেওয়া ৫০ লক্ষ টাকার জীবন বীমার সুবিধা পেতে পারেন
- করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান
- স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট পরিমাণ পিপিই কিট প্রদান এবং পিপিই'র দাবি জানানো স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে, তাদের সমস্যার সমাধান করা

ঙ. করোনা মোকবিলায় কার্যকরী পদক্ষেপ এবং স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে আরও বেশি করে করোনা টেস্ট করানো, সঠিক তথ্য প্রদান এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় কঠোরতা আনা

করোনা স্যাম্পেল টেস্টকে এখনও পর্যন্ত গুরুত্বহীনভাবে দেখা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইসিএমআর-এর মতো একাধিক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে করোনা টেস্টের শতকরা হারে কমতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কারণ বাংলা থেকে মাত্র ৩০-৪০টি স্যাম্পেল টেস্টের জন্য পাঠানো হচ্ছিল। গত ৩ মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে করোনা স্যাম্পেল টেস্টের হার প্রতি ১০ লাখে ২৩২.২৫। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় করোনা স্যাম্পেল টেস্টে পশ্চিমবঙ্গে অনেক অনেক পিছিয়ে। তার ওপর করোনা সংক্রমণের পজিটিভ কেস এবং করোনা মৃত্যু নিয়ে যে ধোঁয়াশা চলছে রাজ্যে, তার জেরে করোনা আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তি আরও ছড়িয়েছে।

এই সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া জরুরি:

- করোনা টেস্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে, যাতে করে ৩১ মে-এর মধ্যে দেশজুড়ে প্রতিদিন ১ লক্ষ করোনা
  টেস্টের যে লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে, সেই লক্ষ্যপূরণে পশ্চিমবঙ্গ যাতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে
- করোনা সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য আগামী দু'মাসের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোতে দ্রুত উন্নতি ঘটানো এবং সকলের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রত্যন্ত এলাকাতে মোবাইল হেল্‌থ কেয়ার ইউনিটের বন্দোবস্ত করা
- জনমানসে আতঙ্ক কাটাতে করোনা সংক্রমণ এবং করোনা মৃত্যুর সঠিক তথ্য প্রদান করে সরকার এবং
  মানুষের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা

- রাজ্যে করোনা মৃত্যুর সংখ্যা যাতে গোপন না হয়, তার জন্য ডেথ সার্টিফিকেটে করোনা উল্লেখ করার জন্য যে কমিটি গড়া হয়েছে, তা বাতিল করা
- করোনা প্রতিরোধে সহায়ক কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক দ্বারা প্রস্তাবিত প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গুলির ব্যবহারকে উত্সাহিত করুন

উপরে উল্লেখিত উদ্বেগজনক বিষয়গুলি ছাড়াও, বারবার যে ব্যাপারটি খবরে প্রকাশ পাচ্ছে, তা হলো - রাজ্যে লকডাউন বিধিনিষেধ কঠোরভাবে জারি হয়নি। আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, যে কোনও রকম বিষয় এবং যে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে বাংলার মানুষের জীবনের কথা ভাবুন এবং লকডাউন বিধি ও সোশ্যাল ডিস্টেনসিংয়ের নিষেধাজ্ঞায় কড়া পদক্ষেপ নিন। এমন কিছু ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যা প্রমাণ করে রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে লকডাউন বিধি উলঙ্ঘন করা চলছে। এসব বিষয়ে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে আমাদের পরামর্শ, লকডাউন বিধি ঠিকমতো কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় প্যারা মিলিটারি বাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠান, এতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মঙ্গল হবে এবং সেইসঙ্গে রাজ্য ও দেশেরও ভালো হবে।

বাংলায় একটি দায়িত্ববান বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো, বর্তমান রাজ্য সরকারের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে বাংলার মানুষের কল্যাণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। চিঠিতে উল্লেখিত পরামর্শগুলি এই আশাতেই দেওয়া, যাতে বাংলার মানুষের আর্তনাদ সরকার পক্ষের কান পর্যন্ত পৌঁছোয় এবং অসহায় মানুষদের সহায়তা ও ত্রাণ প্রদানে তৎপরতা দেখায়। করোনা সঙ্কটের এই সময়ে, আমাদের সকলের উচিত রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া – পশ্চিমবঙ্গের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জনগণের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্য।

ইতি,

(দিলীপ ঘোষ)
সভাপতি
ভারতীয় জনতা পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ